প্রথম অধ্যায়

মিথের সাধারণ পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

মিথের সাধারণ পরিচয়

'মিথ' শব্দটিকে বাংলা অনুবাদে পুরাণ-প্রতিভাস বলা যায় । কিন্তু ব্যবহারগত সুবিধার জন্য ইংরিজি শব্দটিকেই রাখা হল । বানানে এটি Myth তাহলে বাংলায় মীথ লেখাই সংগত । কিন্তু বানান সংস্কার কালে দেখা যায়, হ্রস্ব-ই বাংলাই অধিক ব্যবহৃত । সেইজন্য এখানে মিথ বানানটি গ্রহণ করা হয়েছে ।

মিথ পুরাণ নয় । পুরাণ লিখিত সাহিত্য ও মিথ তৈরি হয় মানুষের মনে এবং মুখে মুখে চলে আসে । পুরাণের অর্থ "ব্যাসাদি মুনি রচিত শাস্ত্র যা সর্গ প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণে বিশেষিত ।"[১]

মিথের প্রবর্তন ঠিক কবে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও খ্রী· পূ· ৭৫০০-৫৫০০ - এর প্রবর্তন হচ্ছে বলে অনুমিত । এই সময়টি প্রোটো-নিওলিথিক যুগ রূপে চিহ্নিত । এই সময় মানব-সভ্যতা শিকার করে খাদ্যসংগ্রহের পর্যায় থেকে পশুপালনের স্তরে এসে গেছে এবং ধীরে ধীরে কৃষিসভ্যতার মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে । এই সময় থেকে শক্তিশালী প্রাকৃতিক প্রকাশ — যেমন জল, আগুন, বজ্রবিদ্যুৎ, ঝড় ইত্যাদি নিয়ে গল্পকথা শুরু হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীমতী গডার্ড প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আফ্রিকা, গ্রীস, হাওয়াই ইত্যাদি অঞ্চল থেকে নানা নমুনা সংগ্রহ করেছেন । যেমন স্ত্রী মূর্তি পরিকল্পনা, কয়েকটি প্রতীক যেমন ক্রশ, (×) বিন্দু সমন্বিত গোল চিহ্ন(⊙) বিন্দু সংবলিত ক্রশ (⊹) ইত্যাদি । এর থেকে বোঝা যায় মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ একটি নির্দিষ্ট কল্পনা বা ভাবনা অনুসরণ করে । নিওলিথিক যুগে (খৃ· পূ· ৪০০০) কৃষি সভ্যতার শুরু থেকে নানা পূজাজাতীয় অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া শুরু হয়েছে । এই সব অনুষ্ঠানের মূলে মিথের অস্তিত্ব বর্তমান, তা আজ প্রমাণিত সত্য ।

মিথের সংজ্ঞা : এ ব্যাপারে নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করেছেন । অনেকে ভাবেন, যা প্রাচীন তাই মিথ । কারো কারো মতে যা ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাকে মিথ বলতে হবে । জোসেফ ক্যাম্পবেল বলেছেন " Myth is a large controlling image which gives philosophic meaning to the facts of ordinary life অথবা মিথ হল Symbolic of the spiritual norm".[২]

এ জাতীয় বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যায় । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্‌ক্তি থেকে অনায়াসে মিথের পরিচয় পাওয়া যায়, "পিতামহদের কাহিনী লিখেছ মজ্জায় মিশাইয়া" । পিতামহ বা আদিপুরুষদের কাহিনী যখন আমাদের মজ্জায় মিশে যায় তখন তৈরি হয় মিথ । এটি একটি বিশেষ সংস্কৃতি বলয়ের অন্তর্গত মানুষের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও বিশ্বাস । এর মধ্যে তাদের সংস্কার, বোধ, বস্তু-সম্পর্কিত ধারণা এবং অধ্যাত্মচিন্তার সংহত একটি প্রতিফলন দেখা যায় । কাহিনীগুলি দেবতা-সম্পৃক্ত হলেও হতে পারে, না হলেও কিছু যায় আসে না । কিন্তু এগুলিকে পবিত্র (Holy) বলে মনে করা হয় । তাই মিথের সঙ্গে রিচ্যুয়াল ও রিলিজ্যনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ।

আঙ্কিত পদ্ধতির শরণ নিলে দেখব :

Myth : $D_1 = (S_1 + S_2 + S_3 + S_4) \ldots$

Tale : $M - D_1 (S_1 + S_2 + H_1 + H_2 + H_3) \ldots$

(D অর্থাৎ Divinity, S = Story, M = Mankind, H = Happenings)

লুই স্পেনস্, ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর মিথ দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণার উপর জোর দিয়েছেন । তাঁর মতে আদিম চিন্তায় বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যাখ্যার ওপর মিথ তৈরি হয় । এর থেকেই সামাজিক মূল্যবোধের অনেক ধ্যানধারণার একটি সূত্র পাওয়া যায় । মিথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য — "Myth is a mode of scientific approach in connection with the imaginary explanations of natural phenomenon prior to the emergence of the sciences proper."[৩]

বৈজ্ঞানিক যুক্তির অপ্রতুলতায় প্রাচীন মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাকে দৈবশক্তি মনে করে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দৈবী মিথের জন্ম দিয়েছে । আবার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ তাদের আদিপুরুষ বা প্রপিতামহের বীরত্ব, অভিযান নিয়ে কাহিনী শুনেছে, কনিষ্ঠদের শুনিয়েছে । ফলে এই বীরপুরুষেরাও মিথিক্যাল চরিত্র হয়ে গেছেন । স্বভাবতই সত্যঘটনার সঙ্গে কল্পনা মিশে গেছে । ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এককালে সত্য ছিল । পরে নানা রঙে ভূষিত হয়ে ঈশ্বরত্বে পৌঁছল । আবার সূর্য, আগুন, জল সবই দেবতায় পরিণত হন । কাল্পনিক দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে-সব অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াদি

হল তা ধর্মের লৌকিক দিক । যেমন পূজা, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি । লেজেন্ডারি বীরেরা আবার মানব থেকে মহামানব, এবং দেবতা হয়ে গেছেন । তাঁরাও পূজা পেতে লাগলেন । যেমন, রাম, কৃষ্ণ, ইন্দ্র ইত্যাদি ।

মিথের শ্রেণীবিভাগ :

মিথকে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । তার মধ্যে সব থেকে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ হল উর্বরতা (fertility) মিথ । কারণ প্রাচীন যুগে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকাই ছিল সবচেয়ে বড়ো কথা । তার সঙ্গে বংশবিস্তারও চাই, দল বাড়াবার জন্য । তা ছাড়া কৃষিসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে খাদ্য আহরণের সুবিধার জন্য নানা পূজাবিধি দেখা দিয়েছে বেশি ও অনায়াস ফলনের জন্য ।

এ ছাড়া (২) নায়ক (Hero) মিথ (৩) অনুসন্ধান (Quest)মিথ, মাটির নিচে বা মৃতের দেশে বিষয়ক, (৪) পুনরুত্থান (Resurrection) (৫) জন্ম ও মৃত্যু রহস্য বিষয়ক (৬) বীজ ও সৃষ্টির জন্ম ও লয়ের মধ্যে যে একটি গতি আছে সেই বিষয়ক, (৭) সৃষ্টি রহস্য (Creation of Earth and Man) (৮) বিভিন্ন পশুপাখি বিষয়ক (৯) প্রাকৃতিক বিষয়ক (১০) সামাজিক নীতি নিয়ম বিষয়ক ।

মিথের রূপান্তর ও তার কারণ :

সাধারণত নিম্নবর্ণিত কারণগুলির জন্য মিথের পরিবর্তন ঘটে ।

(ক) দেবতাবিষয়ক চিন্তার পরিবর্তন এবং বিবর্তন খুব বেশি হয় । কোনো বস্তুতে প্রাণসত্তার অস্তিত্ব কল্পনা (Man and Animism) করার যুগ থেকে মানুষের কল্পনা যখন এক দেবতা (Monotheistic) অথবা বহুদেবতা (Polytheistic) পশু বা বৃক্ষদেবতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল তা মূর্তিপূজার সময়ে অচল হয়ে যায় ।

(খ) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুচি বদলায় । নীতিবোধ বদলায় । তাই আদিম সমাজের অনেক ভাবনা সভ্য মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না । মিথ বদলায় । কিন্তু প্রত্নপ্রতিমা সমালোচনা পদ্ধতির দ্বারা আদি রূপটি দেখে নেওয়া যায় ।

(গ) অনেক সময়ে সংকীর্ণ জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার জন্য জেনেশুনে বা অজান্তে পুরোহিত শ্রেণী বা সেই সময়কার সামাজিক মানুষ মিথের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেন।

(ঘ) অনেক সময় রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে অনেক ধর্ম প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। যেমন চর্যাপদের সময়ে মহাযান বৌদ্ধধর্ম চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। তখন গোপনে পালন করা হত এবং এই ধর্ম বিশ্বাস থেকে যে-সব মিথ স্বাভাবিকভাবে জন্ম নিয়েছিল সেগুলি বদলে গেল। এ ক্ষেত্রে মিথ ম্যাজিকে পরিণত হয়।

(ঙ) কোনো ধর্মচর্চা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলে মিথ পরিণত হয় রূপকথায়। যেমন আজ সূর্য ও অগ্নি-বিষয়ক বহু গল্প আছে।

রূপান্তরের কারণ সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক য়ুং-এর[৪] মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় :

১। দ্রষ্টা বা কথকের মানসিকতার বৈশিষ্ট্যে ঘটনাটি বিশেষ করে ঘটনার নাটকীয়তা তিনি কীভাবে বিশ্লেষণ করেন।

২। দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গী : নতুন বা বিদেশের কোনো মিথকে কী ভাবে তিনি দেখেন এবং বলেন।

৩। স্মৃতিগত ত্রুটি : বহু পুরাতন মিথ বলতে গেলে নতুনত্ব এসে যায়, কারণ অনেক কিছুই কথক ভুলে গেছেন।

৪। ভুল ব্যাখ্যা : অপরিচিত মিথ হলে ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে।

৫। সাধারণ গতানুগতিকে আনার চেষ্টা : মানবমনের একটি প্রবণতা, সহজীকরণ করা। তাই দীর্ঘ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র-যুক্ত মিথ বলার সময়ে অন্য প্রচলিত মিথের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয় ও সংক্ষিপ্ত করা হয়।

৬। ফ্যানটাসির ওপর জোর : মিথের কোনো ফ্যানটাসি থাকলে সেটা শোনার আগ্রহ বাড়ে। গোষ্ঠীর এই মূল্যবোধ পরিতৃপ্তির আগ্রহ থাকলে এর ওপর জোর দেওয়া হয়।

৭। প্রচার ও প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে মিথ গ্রহণ করলে অংশবিশেষের ওপর জোর দেওয়া হয়।

৮। মিথ শোনা ও বলার মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকলে ইচ্ছা না থাকলেও ভুল হয়ে যায়।

৯। যাদের কাছে বলা হচ্ছে তাদের স্থানীয় মনোভাবের অনুকূলতা রেখে মিথের বিশেষ বিশেষ অংশ বিস্তারিত করে বলা হয়।

মিলের গঠন পদ্ধতি : (Structure of Myth)

সাধারণ ভাবে মিথের গঠন এইরূপ :

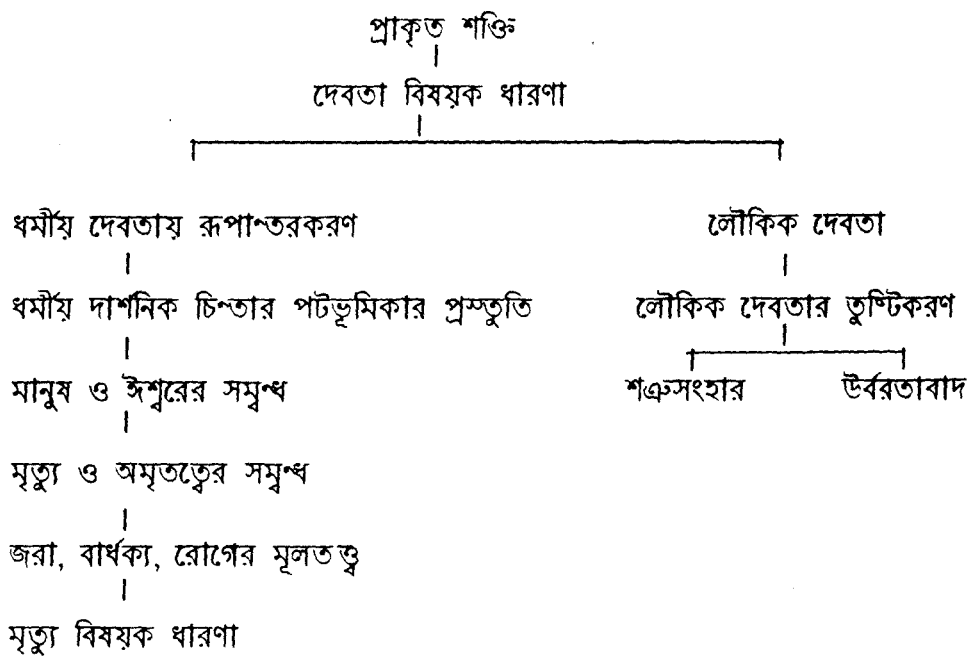

মিথের গঠন সম্বন্ধে আলোচনায় ক্লোদ লেভিস্ট্রোস[৫] তাকে গানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ দুটি ক্ষেত্রেই একটি বহিরঙ্গ ও একটি অন্তরঙ্গ গ্রিড মিলন সাধনে গঠিত। ভিতর থেকে যে সুর আসে তাকে প্রকাশ করতে হলে বাইরের জগতের পরিচিতি রাগ-রাগিণী ব্যবহার করতে হয়। দুই না মিললে সংগীত হয় না। মিথে ব্যক্তিগত মিথকে সামাজিক বা প্রচলিত মিথের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়। প্রত্যেক মানুষের মনে তার বোধ অনুভব, বোধি ও অভিজ্ঞতা মিলে আশ্চর্য ভাবপ্রতিমা গড়ে ওঠে। হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে সেগুলি অবচেতনে রয়ে যায়। আবার ঐতিহ্যগত ভাবে প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে ভাবনা ক্রমানুয়ে প্রবাহিত হয়ে আসে সমকাল পর্যন্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই ব্যক্তিগত চেতনা ও সমষ্টিগত ভাবনা মিলে মিশে মিথ সৃষ্টি হয়। দুইকে মিলতে হবে। যার জন্য দেখা যায় মিথ আগে সবসময় আবৃত্তির মতো গানের সুরে বলা হত। এমন-কি কয়েকটি শারীরিক নিয়মও মানতে হত। যেমন এই সময় বক্তা ও শ্রোতা একটি ভঙ্গিতে দাঁড়াবে অথবা বসবে যাতে তালভঙ্গ না হয়।

সূত্র নির্দেশ

১। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান - দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানি দ্বিতীয় সংস্করণ - ২য় খণ্ড।

২। Cambbell, Joseph : Masks of God, Primitive Mythology, Viking Press, N. York, 1959.

৩। Spence, Lewis : An Introduction to Mythology (London, George G Harrap and Co. Ltd. first published 1921. The Riverside Press Ltd. Edinburge, Great Britain.

৪। Jung, C.G. and Kerenyl C : Introduction to a Science of Mythology : Routelege and Kegan Paul Ltd. Broadway House, London, E.C.

৫। Levi Straus, C. : The Raw and the Cooked : Introduction to a Science of Mythology, Translation from French by John and Doreen Weaghtman, (Published in Great Britain, 1970)